কবিতা/গল্প প্রকাশ



নিজস্ব লেখা "কবিতা/গল্প" সংবাদপত্রে প্রকাশিত করতে - ৯০৬২৮৬৭৯২১

হাওড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক

এই যুগ

EI YUG

ডাউনলোড "এই যুগ অ্যাপ"

এই যুগ এর নিজস্ব ওয়েবসাইট eiyug.in থেকে ডাউনলোড করুন "এই যুগ অ্যাপ"

ইন্টারনেট সংস্করণ-eiyug.in PRGI:WBBEN/2020/81746

PAGE | পৃষ্ঠা-4 [PRICE | মূল্য-2]

HOWRAH | হাওড়া ● DAILY | দৈনিক ● 7 NOVEMBER 2026,SATURDAY | ৭ নভেম্বর ২০২৬,শনিবার ● VOLUME | বর্ষ-6 ● ISSUE | সংখ্যা-329

কলকাতার বেলেঘাটায় স্থিত শিলিগুড়ি অতিথি নিবাস পরিদর্শন করলেন পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ



সুকুমার রঞ্জন সরকার ,এই যুগ,কলকাতা ,৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ শুক্রবার কলকাতার বেলেঘাটায় স্থিত শিলিগুড়ি অতিথি নিবাসটি পরিদর্শন করেন।তিনি এদিন অতিথি নিবাসের সার্বিক পরিকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন । পরিদর্শন শেষে পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ জানান অতিথি নিবাসের নতুন ভবনে বুকিং পরিষেবা লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পরবর্তী পদক্ষেপগুলি খতিয়ে দেখেন। তিনি আরও বলেন শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় আগত পর্যটক ও সাধারন মানুষের জন্য উন্নত মানের সুষ্ঠু ও সাচ্ছন্দ্যপূর্ন আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকাঠামো সহ পরিষেবার মানোন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেই এই উদ্যোগ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লাগোয়া এলাকায় তামাকজাত পণ্য বিক্রয় বন্ধে অভিযান পুলিশের



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,শিলিগুড়ি, ৬ নভেম্বর : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাগোয়া এলাকায় সিগারেট সহ বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে শুক্রবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মীরা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলির লাগোয়া এলাকায় অভিযান চালান।এই অভিযানের লক্ষ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাগোয়া এলাকায় তামাক সংক্রান্ত কার্যকলাপ বন্ধ করা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের তামাকজাত দ্রব্যের সংস্পর্শথেকে রক্ষা করা ও সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত পণ্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাগোয়া দোকানগুলিতে অভিযান চালিয়ে সিগারেট সহ বিভিন্ন তামাকজাত পন্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে দোকান মালিকদের এগুলি বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে তারা এগুলির বিক্রি বন্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ডিলিমিটেশন হবেই ,তারপরেই নির্বাচন আলিপুরদুয়ারে ,বললেন শমীক



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,৬ নভেম্বর : নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে স্বাগত জানাল বিজেপি। একই সঙ্গে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই নির্বাচন হওয়া উচিত বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য । এই ইস্যুতে সিপিএম ও তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। সমীক বলেন, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের নির্দেশেই সিপিএম আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। ডিলিমিটেশন বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নত নাগরিক পরিষেবার স্বার্থে জরুরি । তাই ডিলিমিটেশন হবেই এবং তার পরেই নির্বাচন হবে। সিঙ্গুরে শিল্প প্রসঙ্গে বামেদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বাম জমানায় জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের কারণে রাজ্যের শিল্পের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর দাবি, সিঙ্গুরের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতেও বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের আশ্বাসও দেন তিনি। পাশাপাশি এলিফ্যান্ট করিডরে রিসর্ট নির্মাণ এবং নদী থেকে বোল্ডার তোলার অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গেও তাঁর অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানান শমীক ।

তোর্সা নদীর বাঁধের উপর গড়ে তোলা একের পর এক দোকান রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের

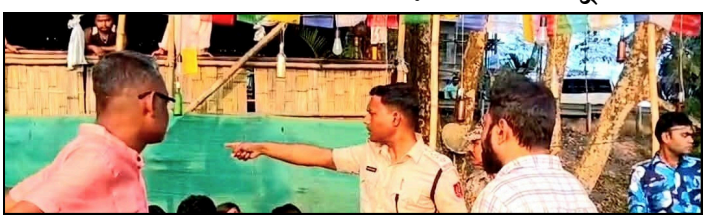

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,কোচবিহার ,৬ নভেম্বর : কোচবিহার শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তোর্সা নদী আর নদী ভাঙ্গন এর কবল থেকে শহরকে রক্ষা করতে শহর বরাবর তোর্সা নদীতে দেওয়া হয়েছে বাঁধ। অভিযোগ এই নদী বাঁধের উপর অবৈধভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে একের পর এক রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট। দখল করা হচ্ছে বাঁধ। সাধারন মানুষের অভিযোগ বাঁধের উপর এভাবে একের পর এক রেস্তোরাঁ বা দোকানপাট গড়ে তোলায় নদীবাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত ও দূর্বল হচ্ছে। বর্ষার মরশুমে যে কোনো সময় বাঁধ ভেঙ্গে শহরকে ভাসিয়ে দেবার আশঙ্কা রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি ঘোষনা করেছেন সরকারি সমস্ত জমি জবরদখলকারীদের থেকে মুক্ত করা হবে। সাধারন মানুষের অভিযোগ ও মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষনার পর নড়েচড়ে বসেছে কোচবিহার পুলিশ। শুক্রবার কোচবিহার সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীদের একটি দল নদীবাঁধের উপর জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। অভিযানে রেস্তোরাঁ ও দোকানপাটের মালিকদের বাঁধের উপর থেকে অবৈধ নির্মান সরিয়ে ফেলতে বলা হয়। যদি তারা নিজেরা তাদের রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট সরিয়ে না নেন তবে পুলিশ জবর দখলকারীদের তৈরি করা রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট ভেঙ্গে দিয়ে বাঁধের জমি দখল মুক্ত করবে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

মাছ ধরতে গিয়ে হাতির হামলায় গুরুতর জখম এক ব্যক্তি



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,৬ নভেম্বর : মাছ ধরতে গিয়ে হাতির হামলায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিপড়া জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়।জখম ব্যক্তির নাম বাবলু বর্মন। তাঁর বাড়ি ছিপড়া জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়। তিন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর টানাপোড়েনের সংসার। বড় মেয়ে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাবলু রায়ডাক এক নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। নদী থেকে মাছ ধরে ফেরার পথে হঠাৎই হাতির মুখোমুখি হয়ে যান তিনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতিটি তাঁর বুকে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি।পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মকর্তারা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর নিচ্ছেন।এদিকে অভাবের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী অসুস্থ হয়ে পড়ায় দিশেহারা পরিবার। চিকিৎসার খরচ কীভাবে জোগাড় হবে, তা ভেবেই কপালে ভাঁজ পড়েছে মায়ের। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জার প্রভাত কুমার বর্মন জানিয়েছেন আহত ব্যক্তির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে তাকে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে কালভার্টের নিচে বাইক, গুরুতর জখম এক যুবক



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,৬ নভেম্বর : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটল শামুকতলা থানার মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকলা এলাকায়। এক বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালভার্টের নিচে পড়ে যায় একটি বাইক। ঘটনায় তিনজন জখম হন, যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।জানা গিয়েছে, চেপানী চৌপথি থেকে শামুকতলার দিকে যাচ্ছিল বাইকটি। বাকলা এলাকায় হঠাৎই বাইকের সামনে চলে আসেন এক বৃদ্ধ। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে চালক বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মুহূর্তের মধ্যে বাইকটি রাস্তার পাশে কালভার্টের নিচে পড়ে যায়। কালভার্টের পাশে থাকা একটি পিলার কে ভেঙ্গে তিনজনেই কালভার্টের নিচে পড়ে যায়। পথ চলতি মানুষ তাদের উদ্ধার করে শামুকতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। ঘটনায় বাইকে থাকা তিনজনই আহত হন।তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়েছে। বাকি দুজন সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।তবে আহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনজনের মধ্যে একজনের মাথায় হেলমেট ছিল, বাকি দুজনের ছিল না। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি বর্তমানে শামুকতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বাইকের মধ্যে মিষ্টির প্যাকেট ছিল হয়তো তারা কোন আত্মীয় বাড়িতে যাচ্ছিলেন। জাতীয় সড়কের চেপানি চৌপথী থেকে শামুকতলা পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রচুর পরিমাণ বাইক চলে যার অধিকাংশই হেলমেট বিহীন চালক সহ যাত্রী থাকে।

আলিপুরদুয়ার বিধানপল্লীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,৬ নভেম্বর : বিধানপল্লিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন ছড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি বাড়ি, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন পরিবারের সদস্যরা আলিপুরদুয়ার শহরের বিধানপল্লী এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোট চারটি বাড়ি। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বাড়িগুলিতে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিধানপল্লীর বাসিন্দা সুতলি দাসের বাড়িতে প্রথম আগুন লাগে। এরপর বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও তিনটি বাড়িতে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।তবে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান পরিবারের সদস্যরা। অগ্নিকাণ্ডের সময় তাঁরা কেউই বাড়িতে ছিলেন না। পাশের একটি বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফলে এই ঘটনায় প্রাণহানির মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুনে চারটি বাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আলিপুরদুয়ার দমকল কেন্দ্রের তিনটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাস এবং বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কীভাবে আগুন লাগল এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

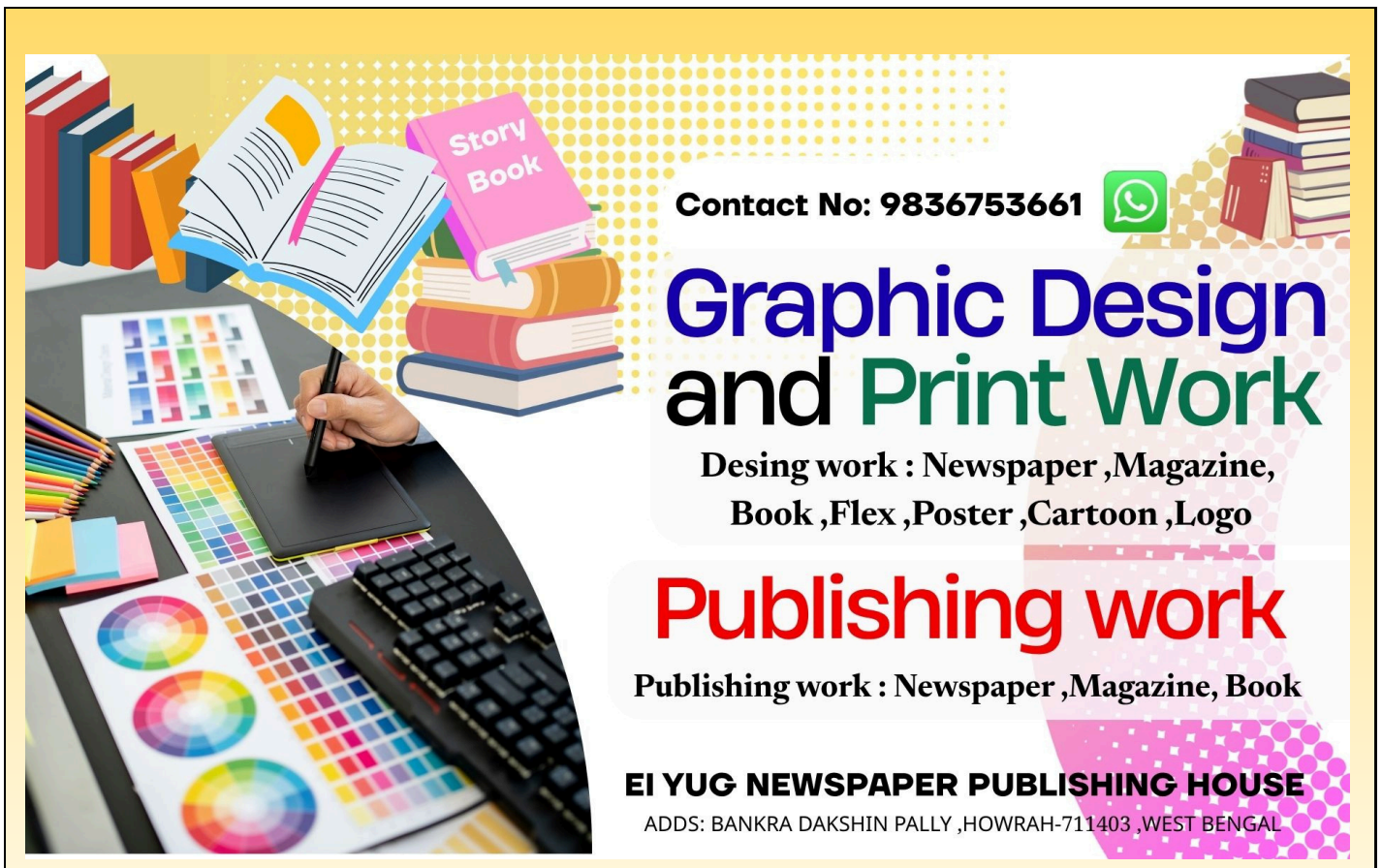

গরুকে খুবলে খেলো লেপার্ড



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার, ৬ নভেম্বর : মেয়ের বিয়ের জন্য গরু বিক্রি করে খরচ জোগাড়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিক্রি বাবদ ৫০০ টাকা বায়নাও নিয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই সব শেষ করে দিল লেপার্ড। গরুকে খেয়ে নিল লেপার্ড। এখন সাত দিনের সদ্যোজাত বাছুরকে নিয়ে চরম বিপাকে পরিবার।ঘটনাটি ঘটেছে ধওলাঝোড়া চা বাগানের ২১ নম্বর সেকশনে। বাগানের শ্রমিক অভিষেক কুমার ঝার গরুটির পেছনের অংশ খেয়ে নিয়েছে লেপার্ড। জানা গিয়েছে, ৬২ হাজার টাকায় গরুটি বিক্রি করার কথা ছিল। মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য সেই টাকার ওপরই ভরসা করেছিলেন পরিবার। প্রতিনিয়তই ধওলাঝোড়া চা বাগানে লেপার্ড দেখা যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত হলেই আতঙ্কে থাকেন শ্রমিকরা। এবার সেই আতঙ্কই কেড়ে নিল অভিষেকের পরিবারের একমাত্র সম্বল। সবচেয়ে করুণ অবস্থা সাত দিনের বাছুরটির। মা হারিয়ে অঝোরে জল পড়ছে তার পাথরের মতো চোখ থেকে। মায়ের জন্য যেন কেঁদেই চলেছে অবোধ প্রাণীটি। বাছুরটিকে বাঁচাতে প্রতিদিন সাড়ে তিন কেজি দুধের প্রয়োজন। তবুও বাছুরটিকে বাঁচাতে মরিয়া পরিবার। পরিবারের দাবি, বন দপ্তর যাতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি বাগানে লেপার্ডের আনাগোনা রুখতে নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

বিহার থেকে অসমে পাচারের পথে উদ্ধার এগারোটি মহিষ,গ্রেপ্তার চার



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,শিলিগুড়ি ,৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীন মাটিগাড়া থানার পুলিশ গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে তুম্বাজোত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিহার নম্বরের দুটি পিক আপ ভ্যান আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে আটক পিক আপ ভ্যান দুটি থেকে উদ্ধার হয় এগারোটি মহিষ। পিক আপ ভ্যান দুটির চালকগন মহিষ পরিবহনের কোনো বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ দুই চালক ও তাদের সহকারীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলো জামাল মন্ডল,প্রবীন কুমার, শিব শঙ্কর রায় ও সোনু কুমার।এদের মধ্যে জামালের বাড়ি অসমে ও বাকী তিনজন বিহারের বাসিন্দা। পুলিশ পিক আপ ভ্যান দুটি বাজেয়াপ্ত করে। মহিষগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনী ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করেছে।পুলিশের অনুমান মহিষগুলিকে বিহার থেকে অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

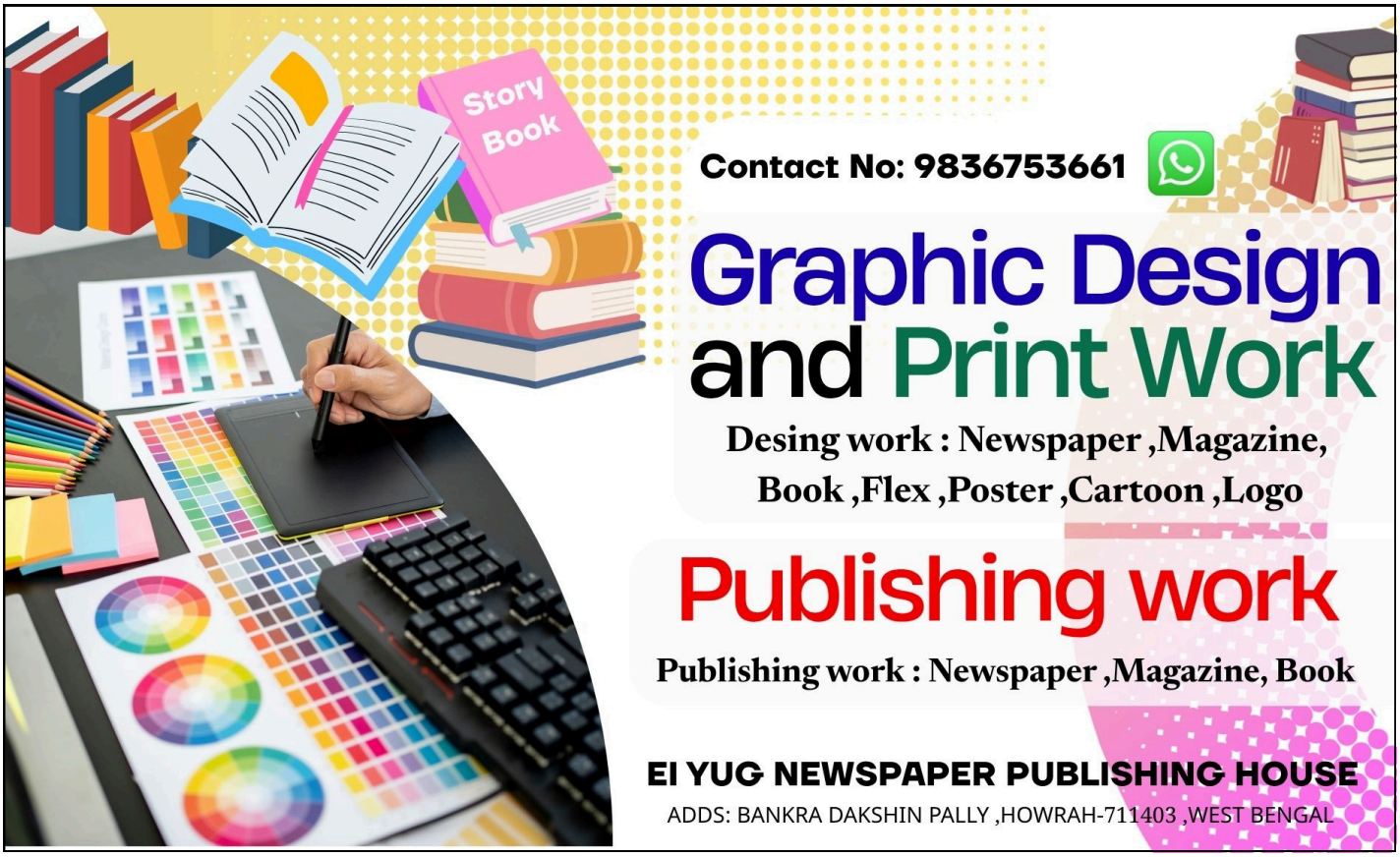

EI YUG | EDITOR - SUROJIT MALICK | OWNER - SUROJIT MALICK | PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR ,DISTRICT-HOWRAH ,PIN-711403 , STATE-WEST BENGAL | PRINTED BY SUROJIT MALICK AT "EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE" ,BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR ,DISTRICT-HOWRAH ,STATE-WEST BENGAL , PIN-711403 | CONTACT NO- 9062867921 ,9836753661 | EMAIL- EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM ,NEWSPAPEREIYUG@GMAIL.COM | PRGI : WBBEN/2020/81746 |